প্রথম আলো

তারিখ ... 6 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

অনিশ্চিত উচ্চশিক্ষা কমিশন

মোশতাক আহমেদ ●

দেশের উচ্চশিক্ষা দেখভালের দায়িত্বে থাকলেও কার্যকর কোনো ভূমিকা রাখতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। বাস্তবায়নের ক্ষমতা না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা ধরনের অনিয়ম হলেও সেই অর্থে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না ইউজিসি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠালেও অনেক সুপারিশ মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর ধরে পড়ে থাকে ফাইলবন্দী হয়ে।

ইউজিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সূত্রমতে, ইউজিসির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমলাতন্ত্র বাধা হিসেবে কাজ করছে। জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয় ইউজিসির ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছে।

কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না ইউজিসি

ইউজিসির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসির সূত্রমতে, ইউজিসির ক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমলাতন্ত্র বাধা হিসেবে কাজ করছে

তবে শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গতকাল সোমবার *প্রথম আলোকে* বলেন, আশা করছি, শিগগিরই আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং নিয়ে উচ্চশিক্ষা কমিশনের খসড়া মন্ত্রিসভায় উপস্থাপন করা হবে এবং এই সরকারের মেয়াদেই এটি চূড়ান্ত হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইউজিসির কয়েকজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১৯৭৩ সালে ছয়টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় দেখভালের জন্য ইউজিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৩৪টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়েছে। পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ৭১টি। এ অবস্থায় ইউজিসির কর্মপরিধি আগের তুলনায় বহু গুণ বেড়ে যাওয়ায় এর বিদ্যমান ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়িয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তর করার জন্য কয়েক বছর ধরে প্রক্রিয়া চলছে। এ জন্য কমিশনের আইনের খসড়া করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিয়েছে ইউজিসি।

এ নিয়ে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে একটি আন্তমন্ত্রণালয় সভা হয়। ওই [illegible] কার্যবিবরণী থেকে জানা যায়, জনপ্রশাসন ও [illegible] মন্ত্রণালয় [illegible] মতামতে ১৯৭৩ সালের ইউ[illegible] অধ্যাদেশে ইউজিসিকে যেসব ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় দুটি তাদের মতামতে প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই সরকারের পূর্বানুমোদন নেওয়ার বিধান চালুর প্রস্তাব করেছে।

এ বিষয়ে ইউজিসির চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী ওই সভায় বলেন, এই দুই মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করলে উচ্চশিক্ষাকে আন্তর্জাতিকীকরণ করা সম্ভব হবে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে, অর্থ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের আপত্তি থাকলেও সভায় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, ইউজিসির বিদ্যমান ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও স্বায়ত্তশাসন যাতে ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ইউজিসিকে শক্তিশালী ও কার্যকর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে খসড়া চূড়ান্ত করা হবে।

ইউজিসির কয়েকজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, আমলাদের কর্তৃত্ব কমে যাবে—এমন আশঙ্কা থেকে নানা কৌশলে উচ্চশিক্ষা কমিশন করার কাজটি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। অথচ প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মো. জিল্লুর রহমান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উচ্চশিক্ষা কমিশনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী সংসদেও উচ্চশিক্ষা কমিশন করার ঘোষণা দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও এর পক্ষে।

জানতে চাইলে ইউজিসির চেয়ারম্যান এ কে আজাদ চৌধুরী *প্রথম আলোকে* বলেন, এত দিনেও এটা না হওয়ার বিষয়টি দুঃখজনক। উচ্চশিক্ষাকে গতিশীল করতে উচ্চশিক্ষা কমিশনের বিকল্প নেই।

কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম হলেও কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারায় অসহায়ত্ব প্রকাশ করে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে ইউজিসির কোনো ক্ষমতা নেই। শুধু সুপারিশ করতে পারি।'

খসড়ায় যা আছে: উচ্চশিক্ষা কমিশন আইনের খসড়ায় ইউজিসিকে বেশ কিছু ক্ষমতা দেওয়ার কথা হয়েছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকার কমিশন নির্ধারণ করবে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার ক্ষেত্রে বা শিক্ষাসংক্রান্ত, প্রশাসনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম বা দুর্নীতির [illegible] স্বপ্রণোদিত [illegible] কোনো [illegible] পরিপ্রেক্ষিতে [illegible] তদন্ত [illegible] প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে কমিশন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খসড়ায় কমিশনের চেয়ারম্যান ও পাঁচজন পূর্ণকালীন সদস্য থাকবেন। এর বাইরে চার শ্রেণীতে আরও ১২ জন খণ্ডকালীন সদস্য থাকবেন। কমিশনের চেয়ারম্যান একজন পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন হবেন এবং পূর্ণকালীন প্রত্যেক সদস্য হাইকোর্টের একজন বিচারপতির পদমর্যাদাসম্পন্ন হবেন।